

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম "দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার

ফাঁদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মর্জিনা সুলতানা হীরা

রোলঃ 23090121159

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম "দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার

ফাঁদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মর্জিনা সুলতানা হীরা

রোলঃ 23090121159

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম” দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মর্জিনা সুলতানা হীরা, আইডিঃ 23090121159 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সেকুলারিজম বনাম ইসলাম” দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মর্জিনা সুলতানা হীরা

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090121159

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব.....	7
আরব ও মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা	8
সেকুলারদের মূল চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী তুলে ধরা হলো	10
সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা.....	12
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু.....	14
সেকুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড়	15
ধর্মনিরপেক্ষতার বিবিধ রূপ:.....	16
আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সেকুলার ব্যক্তিবর্গ	18
সেকুলারিজম বনাম ইসলাম.....	20
সেকুলারিজম কি দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার একটি ফাঁদ?	24
ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল.....	26
"সেকুলারিজম " এই ফাঁদ কিভাবে কাজ করে? :.....	30
মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলারদের পদক্ষেপ:.....	32
ইসলাম কেন সেকুলারিজমকে প্রত্যাখ্যান করে?	35
“সেকুলারিজম”এই ফাঁদ থেকে সমাজকে বাঁচাতে মুসলিমদের দায়িত্ব:.....	38

ভূমিকা:

সেক্যুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করে। অন্যদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। তাই সেক্যুলারিজম ও ইসলাম পরস্পরবিরোধী দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি—একটি ধর্মহীন সমাজ গড়তে চায়, আর অন্যটি আল্লাহর বিধান অনুসারে সমাজ পরিচালনার আহ্বান জানায়।

কুরআনের আয়াত:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার“
”মৃত্যু — সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

(সূরা আল-আন‘আম ৬:১৬২) —

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত — যা সেক্যুলার চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেক্যুলারিজম (Secularism) হলো এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ যেখানে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা রাখা হয়। এর মূল ধারণা—

“ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্র বা সমাজের কোনো ক্ষেত্রে এর হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি:

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) শব্দটির উৎপত্তি ইংরেজ দার্শনিক জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) ১৮৫১ সালে করেন। তিনি প্রথম “Secularism” শব্দটি ব্যবহার করেন এমন এক সামাজিক দর্শন বোঝাতে, যা ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে মানবজীবনের বাস্তব ও নৈতিক দিকগুলোর উপর জোর দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ধারণা ইউরোপের পুনর্জাগরণ (Renaissance), ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (Reformation) ও আলোকায়ন যুগ (Enlightenment)-এর চিন্তাধারা থেকে এসেছে। এই সময় মানুষ ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

বাংলাদেশের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম মৌলিক রাষ্ট্রনীতি হিসেবে স্বীকৃত।

উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব

জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) – ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের প্রবর্তক।

জন লক (John Locke) – ধর্মীয় সহনশীলতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা।

ভলতেয়ার (Voltaire) – ফরাসি আলোকায়ন চিন্তাবিদ, ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে।

থমাস পেইন (Thomas Paine) – মানবাধিকার ও যুক্তিনির্ভর সমাজের সমর্থক।

কার্ল মার্কস (Karl Marx) – ধর্মকে সামাজিক বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi) – ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি স্থাপনকারী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করেন।

আরব ও মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা

১ মিশর — তাহা হুসাইন (Taha Hussein, 1889–1973)

“ধর্মকে রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়, নৈতিকতার উৎস হিসেবে দেখা উচিত। জ্ঞান ও রাষ্ট্র আলাদা পথে চলবে, তাহলেই মুক্ত চিন্তা বিকশিত হবে।”

(সূত্র: The Future of Culture in Egypt, 1938)

২ তিউনিসিয়া — হাবিব বুরগিবা (Habib Bourguiba, 1903–2000)

“আমরা ইসলামকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করবো না, কিন্তু ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করবো না।”

— বুরগিবার রাষ্ট্রীয় সংস্কার ইসলামি প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের এক উদাহরণ।

৩ তুরস্ক — মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (Mustafa Kemal Atatürk, 1881–1938)

“ধর্ম হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়; রাষ্ট্রের নীতি হবে বিজ্ঞান ও যুক্তির ওপর।”

— আধুনিক তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।

৪ ইরান — আলি দাসতি (Ali Dashti, 1897–1982)

“যে ধর্ম যুক্তির সাথে সংঘর্ষে আসে, তা টিকতে পারে না। মানুষকে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে ধর্মীয় কর্তৃত্বের বাইরে গিয়েও।”

(সূত্র: 23 Years: A Study of the Prophetic Career of Muhammad)

৫ লেবানন — ফারাহ আন্তোন (Farah Antun, 1874–1922)

“ইসলাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান একে অপরের বিরোধী নয়; কিন্তু ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে আলাদা রাখতে হবে।”

— আন্তোন আরব আধুনিকতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পথিকৃৎ।

৬ পাকিস্তান — ফজলুর রহমান মালিক (Fazlur Rahman Malik, 1919–1988)

“কুরআনের মূল শিক্ষা হলো ন্যায় ও মানবকল্যাণ — রাষ্ট্র পরিচালনা নয়। ইসলামিক চিন্তাকে আধুনিক যুক্তির সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

সেকুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস :

সেকুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী বলতে মূলত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন বোঝায়, যেখানে ধর্মকে রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রাখা হয়।

সেকুলারদের মূল চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী তুলে ধরা হলো

০ ১. ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ

সেকুলাররা বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্রের কাজ ধর্ম নির্ধারণ করা নয়। রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া, তাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন।

→ অর্থাৎ, “ধর্ম রাষ্ট্রের নয়, ব্যক্তির বিষয়।”

০ ২. মানবতাবাদ (Humanism)

সেকুলার চিন্তাধারার মূল কেন্দ্রে আছে মানুষ ও মানবকল্যাণ।

তারা মনে করেন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

০ ৩. যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব

সেকুলাররা জ্ঞান ও সত্য অনুসন্ধানের যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞানকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মানেন।

→ “যে দাবির প্রমাণ নেই, সেটি বিশ্বাসের দাবিদার নয়”— এ ধারণাই তাদের ভিত্তি।

০ ৪. মতপ্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের ধর্ম, বিশ্বাস, অবিশ্বাস বা মতাদর্শ স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারে — এটি সেকুলারদের অন্যতম মূলনীতি।

তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারকেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

০ ৫. ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, ধর্মবিরোধিতা নয়

অনেকে ভুল করে মনে করেন, সেক্যুলার মানেই নাস্তিক।

আসলে, সেক্যুলারিজম ধর্মবিরোধী নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ — অর্থাৎ, রাষ্ট্র বা সমাজ ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়; সবার জন্য সমান সুযোগ রাখে।

০ ৬. নৈতিকতার উৎস মানুষ নিজেই

তারা মনে করেন, ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্য কোনো ধর্মীয় বিধান প্রয়োজন নেই;

মানুষের সহানুভূতি, সামাজিক চুক্তি ও যুক্তি দিয়েই নৈতিক মানদণ্ড গড়ে তোলা যায়।

০ ৭. আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা

সেক্যুলার চিন্তা সাধারণত শিক্ষা, নারীর অধিকার, বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতন্ত্র, মতবিরোধের সহনশীলতা ইত্যাদিকে সমর্থন করে।

তারা সমাজকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে বিবেকনির্ভর সমাজ গঠনের পক্ষে।

সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা

সেকুলারিজম (Secularism) শব্দটির অর্থ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা বা রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ। অর্থাৎ রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না, বরং সব ধর্মের অনুসারীদের সমান অধিকার দেবে। এটি আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

◊ সেকুলারিজমের সত্য

সমতা ও ন্যায়বিচার: সেকুলার রাষ্ট্রে সব ধর্ম, মত ও বিশ্বাসের মানুষ সমান মর্যাদা পায়।

সহাবস্থান: এটি ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে।

মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ: সেকুলারিজম ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং মানবতাকে প্রাধান্য দেয়।

রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার রোধ: সেকুলারিজম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে।

◊ সেকুলারিজমের মিথ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা

ধর্মবিরোধিতা নয়: অনেকেই মনে করেন সেকুলারিজম মানে ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতা—এটি ভুল ধারণা। সেকুলারিজম ধর্মকে অস্বীকার করে না, বরং রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাব থেকে স্বাধীন রাখে।

সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা নয়: কেউ কেউ দাবি করেন সেকুলারিজম জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করে—এটিও সঠিক নয়। এটি কেবল ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে।

◊ সেকুলারিজম বিতর্ক :

সেকুলারিজম নিয়ে বিতর্ক প্রায় সব সমাজেই আছে। কেউ বলেন, এটি সমাজে ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ দুর্বল করে দেয়। আবার অন্যপক্ষ বলেন, সেকুলারিজমই প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তি।

বাংলাদেশের সংবিধানেও একদিকে সেকুলারিজম, অন্যদিকে “আল্লাহে বিশ্বাস” – এই দ্বৈত অবস্থান নিয়েও অনেক বিতর্ক রয়েছে।

তবে অধিকাংশ গবেষক মনে করেন, সেকুলারিজমের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মের স্বাধীন চর্চা ও রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, কোনো ধর্মকে অস্বীকার করা নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু

ধর্মনিরপেক্ষতার মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে। এর প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু হলো শিক্ষা, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়। শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক সমাজই ধর্মনিরপেক্ষতার আসল শক্তি, যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ সুগম করে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে, অন্যদিকে মানবতার বন্ধনকে দৃঢ় করে।

সেক্যুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড়

স্যাকুলার মতবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত ইউরোপীয় সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক চিন্তাধারার ফল। মধ্যযুগে চার্চ সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ইনকুইজিশনের জুলুমের বিরুদ্ধে যখন মানুষের স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞানচর্চা ও যুক্তিবাদী মনোভাব বিকাশ পেতে থাকে, তখনই স্যাকুলার মতবাদের বীজ রোপিত হয়।

এই মতবাদের আদর্শিক শেকড় রেনেসাঁস (পুনর্জাগরণ), রিফর্মেশন (ধর্ম সংস্কার আন্দোলন) ও এনলাইটেনমেন্ট (আলোকায়ন যুগ)-এর বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মধ্যে নিহিত। মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণই স্যাকুলার চিন্তার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।

বিশ্বাসগতভাবে স্যাকুলার মতবাদ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মানবকেন্দ্রিক বিশ্বাসে স্থানান্তর ঘটায়। এখানে মানুষকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয়, এবং মানব-অধিকার, ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণকে ধর্মীয় নির্দেশনার বাইরে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়।

স্যাকুলারিজমের দর্শনে ঈশ্বর ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, বরং মানুষ ও তার বুদ্ধিই সমাজ পরিচালনার মূল নির্দেশক। পশ্চিমা দার্শনিক যেমন জন লক, ভলতেয়ার, রুশো, এবং পরবর্তীতে কার্ল মার্ক্স প্রমুখ চিন্তাবিদদের ভাবধারায় স্যাকুলার মতবাদের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ফলে, স্যাকুলার মতবাদ মূলত ধর্মীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত এক মানবকেন্দ্রিক, যুক্তিনির্ভর, এবং স্বাধীন চিন্তার আদর্শ।

ধর্মনিরপেক্ষতার বিবিধ রূপ:

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। মূলত এটি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার নীতি হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে। নিচে ধর্মনিরপেক্ষতার কয়েকটি প্রধান রূপ তুলে ধরা হলো—

১.রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা:

এই রূপে রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে প্রাধান্য দেয় না এবং নাগরিকদের ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সমান অধিকার প্রদান করে। রাষ্ট্রের আইন, নীতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

২.সামাজিক নিরপেক্ষতা :

সমাজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানবিক মূল্যবোধ, সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এখানে ধর্মীয় পার্থক্য সামাজিক বিভাজনের কারণ হয় না।

৩.সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা:

সংস্কৃতি ও কলায় ধর্মীয় প্রভাব সীমিত থাকে, এবং শিল্প-সাহিত্য মানবিক, যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।

৪.শিক্ষাগত নিরপেক্ষতা :

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হয় না। পাঠ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তি ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে জোর দেওয়া হয়।

৫. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা :

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সম্পদের বণ্টন ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকে।

৬.নৈতিক ও দার্শনিক নিরপেক্ষতা:

ব্যক্তি নৈতিকতা বা জীবনের দর্শন ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নয়, বরং মানবিক যুক্তি, ন্যায়বোধ ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপে, ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ধারণা নয়; এটি সমাজের প্রতিটি স্তরে মানবিক, যুক্তিনির্ভর ও সমতাভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটায়।

আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সেকুলার ব্যক্তিবর্গ

১. মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (তুরস্ক): আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপকার। তিনি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও প্রশাসন চালু করেন।
২. গামাল আবদেল নাসের (মিশর): মিশরের রাষ্ট্রনেতা, যিনি আরব জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থার প্রচার করেন।
৩. হাবিব বুরগিবা (তিউনিসিয়া): তিউনিসিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট; নারীর অধিকার, শিক্ষা, ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
৪. সাদিক জালাল আল-আজম (সিরিয়া): দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, যিনি ইসলামী সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদ প্রচার করেছেন।
৫. তাহা হুসেইন (মিশর): বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, যিনি যুক্তিবাদ, আধুনিক শিক্ষা ও সেকুলার মূল্যবোধ প্রচারে ভূমিকা রাখেন।
৬. নাজিব মাহফুজ (মিশর): নোবেলজয়ী সাহিত্যিক, যিনি তার রচনায় সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের সংঘাত তুলে ধরেছেন।
৭. ফরুক হোসনি (মিশর): মিশরের সংস্কৃতিমন্ত্রী, যিনি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থান নেন।

৮. আল-বায়াতি (ইরাক): আধুনিক আরবি কবিতার অন্যতম প্রতিনিধি, যিনি ধর্ম ও সমাজের রূপান্তর বিষয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

৯. আলী আবদুর রাজিক (মিশর): ইসলামী খিলাফতের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের পক্ষে যুক্তি দেন।

১০. ফাতিমা মেরনিসি (মরক্কো): ইসলামী নারীবাদী চিন্তাবিদ, যিনি নারী অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক কাঠামোর পক্ষে কথা বলেছেন।

সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম

সেক্যুলারিজম (Secularism) এমন এক মতবাদ যা রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক রাখার পক্ষে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নীতি নির্ধারণে ধর্মের কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সব ধর্মের প্রতি সমান নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

অন্যদিকে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু ইবাদত নয়—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—সব ক্ষেত্রেই নির্দেশনা দেয়। ইসলামী দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করা সম্ভব নয়, কারণ আল্লাহর আইন মানুষের প্রতিটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

◊ সেক্যুলারিজমের মূল নীতি:

রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে

ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়

আইন প্রণয়ন মানববুদ্ধি ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী

◊ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

শাসন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে

ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য

আইন ও ন্যায়বিচারের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ

❏ কুরআনের কয়েকটি আয়াত:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“শাসন করা কেবল আল্লাহর কাজ।”

— (সূরা ইউসুফ, ১২:৪০)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফের।”

— (সূরা মায়িদা, ৫:৪৪)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বল, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু — সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।”

— (সূরা আন’আম, ৬:১৬২)

❏ ইসলামে শাসন, আইন ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

❶

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

“জানবো— সৃষ্টি করা এবং বিধান দেওয়া — উভয়ই তাঁরই অধিকার।”

— (সূরা আল-আ’রাফ, ৭:৫৪)

❷

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করো; তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।”

— (সূরা আনআম, ৬:১০৬)

৩

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“আল্লাহ কখনো কাফেরদেরকে মুমিনদের উপর কর্তৃত্ব দান করবেন না।”

— (সূরা নিসা, ৪:১৪১)

৪

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দ্বারা।”

— (সূরা মায়িদা, ৫:৪৯)

৫

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“যে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই জালিম।”

— (সূরা মায়িদা, ৫:৪৫)

৬

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

“তারা চায় তাগুতের (অবৈধ শক্তির) কাছে বিচার নিতে, অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে।”

— (সূরা নিসা, ৪:৬০)

৭

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কামনা করে, তা কখনো তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।”

— (সূরা আলে ইমরান, ৩:৮৫)

৮

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

“তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছেই।”

— (সূরা আশ-শুরা, ৪২:১০)

৯

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও রাসূলের দিকে।”

— (সূরা নিসা, ৪:৫৯)

10

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দ্বারা, এবং তাদের খেয়াল-খুশি অনুসরণ করো না।”

— (সূরা মায়িদা, ৫:৪৯)

সেক্যুলারিজম কি দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার একটি ফাঁদ?

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত এমন একটি মতবাদ, যা ধর্মকে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজজীবন থেকে আলাদা করে রাখতে চায়। এটি দাবি করে যে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এর কোনো ভূমিকা থাকা উচিত নয়।

কিন্তু ইসলাম ধর্মে দ্বীন (الدِّين) মানে কেবল কিছু উপাসনাপদ্ধতি নয়; বরং এটি জীবনব্যবস্থা—যেখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান কার্যকর থাকার কথা। ফলে, যখন সেক্যুলারিজম বলে “ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে থাকুক”, তখন তা আসলে ইসলামকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা হতে বাধা দেয়।

এ কারণে অনেক আলেম ও চিন্তাবিদ মনে করেন,

সেক্যুলারিজম এক ধরনের ফাঁদ, যা মুসলমানদের দ্বীনকে মসজিদের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, অথচ ইসলাম চায় আল্লাহর বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে কার্যকর হোক।

□ কুরআনের আলোকে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই—
“আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা।

সূরা আল-আনআ’াম ৬:১৬২ —

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতে সীমিত নয়; বরং জীবনের প্রতিটি দিকেই আল্লাহর বিধান অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেকুলারিজম মূলত এমন এক চিন্তাধারা যা দ্বীনকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখে এবং সমাজজীবনে আল্লাহর আইনকে অকার্যকর করে দেয়। তাই এটি নিঃসন্দেহে দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার এক প্রকার ফাঁদ—যা মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালন করতে বাঁধা দেয়।

১. আখলাক ও নৈতিকতার পতন :

যখন সমাজ থেকে ধর্মীয় নীতি ও আল্লাহভীতি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন মানুষ শুধু স্বার্থ, ভোগবিলাস ও ক্ষমতার পেছনে ছুটে যায়।

◊ আল্লাহ বলেন –

“তোমরা কি আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে জাহেলিয়াতের বিধান কামনা কর?”
— (সূরা আল-মায়িদা ৫:৫০)

২. মানুষের দ্বারা মানুষের আইন প্রণয়ন :

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আইন বানায়, অথচ ইসলাম ঘোষণা করে—

“হুকুম তো কেবল আল্লাহরই।”
— (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

৩. জীবনব্যবস্থা ভেঙে পড়া:

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা পরিবার, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে ন্যায়নীতি সরিয়ে দেয়, ফলে অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়ে।

◊ আল্লাহ বলেন –

“যে কেউ আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।”
— (সূরা ত্বাহা ২০:১২৪)

৪.মানুষের পরিচয় সংকট :

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ মানুষকে “ধর্মহীন নাগরিক” হিসেবে গড়ে তোলে, যেখানে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ববোধ বা আখিরাতের ভয় অনুপস্থিত থাকে

৫.আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুতি:

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে—আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের বানানো আইন দ্বারা জীবন পরিচালনা করা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফের।”

— [সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪]

অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা আল্লাহর হুকুম অস্বীকারের সমান।

৬.নৈতিকতা ও মানবিক মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় :

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম নয়, বরং ব্যক্তিগত মত বা সামাজিক প্রবণতা। ফলে পাপ-পুণ্যের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যায়—যা চায় তাই "সঠিক" হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে

ব্যভিচার, মদ্যপান, সমকামিতা ইত্যাদি ব্যাপক হয়।

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।

সমাজে অন্যায়ের প্রসার ঘটে।

৭.ইসলামকে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতে সীমাবদ্ধ রাখে:

ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামকে শুধু নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতে সীমিত রাখে—
রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি বা শিক্ষা থেকে ইসলামী শাসনকে বাদ দেয়। অথচ
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা:

“আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি...”

— [সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩]

৮.মুসলিম উম্মার ঐক্য নষ্ট করে :

ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ, ভাষা ও ভূখণ্ডভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করে।
মুসলিমদের এক উম্মাহ হিসেবে একত্রিত রাখার পরিবর্তে আলাদা আলাদা
জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ফেলে।

৯.আল্লাহভীতি ও পরকাল চেতনার বিলুপ্তি :

যেখানে ধর্মকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া হয়, সেখানে আল্লাহভীতি বা হিসাবের
ভয় থাকে না। ফলে মানুষ শুধু দুনিয়াবী সাফল্যের পেছনে ছুটে, অন্যায়ের
শাস্তির ভয় হারিয়ে ফেলে।

১০.অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অন্যায় বৈধ হয়:

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদের ব্যবসা ইত্যাদি "আইনসঙ্গত" হয়।
অথচ ইসলাম এসবকে কঠোরভাবে haram ঘোষণা করেছে।

১১.সমাজে আধ্যাত্মিক শূণ্যতা সৃষ্টি করে :

ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে আত্মিক শান্তি হারিয়ে যায়। মানুষের মনে অবসাদ, হতাশা ও উদ্দেশ্যহীনতা বেড়ে যায়।

পশ্চিমা উপনিবেশবাদ ও সংস্কৃতি আধিপত্যকে শক্তিশালী করে:

ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম সমাজে পশ্চিমা জীবনধারা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করায়।

এতে ইসলামী সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম জাতি আত্মপরিচয় হারায়।

□□ সংক্ষেপে:

ধর্মনিরপেক্ষতা আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়, মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে এবং মানবজীবনের লক্ষ্যকে কেবল দুনিয়াবাদী সাফল্যে সীমিত করে ফেলে।

"সেকুলারিজম " এই ফাঁদ কিভাবে কাজ করে? :

“সেকুলারিজম” বা “ধর্মনিরপেক্ষতা” আসলে এমন এক চিন্তাধারা যা দাবি করে — ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ম-নীতি ধর্ম থেকে স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক চতুর ফাঁদ। “সেকুলারিজম” নামের এই ফাঁদ কিভাবে কাজ করে -

□ ১ প্রথম ধাপ: ধর্মকে ‘ব্যক্তিগত’ করে দেওয়া

সেকুলারিজম বলে — “তুমি নামাজ পড়ো, রোজা রাখো — কিন্তু রাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন বা রাজনীতিতে ধর্ম আনো না।”

→ এতে করে মানুষ বুঝতেও পারে না, কিভাবে আল্লাহর আইন জীবনের বাইরে চলে যাচ্ছে।

□ আল্লাহ বলেন:

“তারা কি আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান চায়? অথচ আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে?”

(সূরা আল-মায়িদা ৫:৫০)

□ ২ দ্বিতীয় ধাপ: মানুষের তৈরি আইনকে সর্বোচ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠা

যখন ধর্মকে দূরে রাখা হয়, তখন জায়গা নেয় মানুষের তৈরি আইন ও মতবাদ।

→ এতে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভুলে যায়, এবং “মানুষই আইন প্রণেতা” এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

➡ এটাই আকীদার বিকৃতি — কারণ ইসলাম বলে, “লুকুম একমাত্র আল্লাহর।”

(সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

□ ৩ তৃতীয় ধাপ: সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে

যখন রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মকে সরানো হয় — তখন শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া, এমনকি পারিবারিক জীবনে ধীরে ধীরে পশ্চিমা মূল্যবোধ ঢুকে পড়ে।

➡ “হালাল-হারাম” ধারণা ম্লান হয়ে যায়, এবং মানুষ “স্বাধীনতা”র নামে ইসলামবিমুখ জীবনধারাকে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে।

□ ৪ চতুর মোড়: এটি ‘সহনশীলতা’ বা ‘মানবাধিকার’ নামে প্রচারিত হয়

সেকুলারিজম নিজেকে “সহনশীল”, “ন্যায়পরায়ণ” ও “সব ধর্মের প্রতি সমান” বলে উপস্থাপন করে —

কিন্তু বাস্তবে এটি ইসলামকে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক কৌশল।

□ কুরআন সতর্ক করেছে:

“তারা চায় তোমরা কুফরি করো যেমন তারা করেছে, যাতে তোমরা ও তারাও সমান হয়ে যাও।”

(সূরা আন-নিসা ৪:৮৯)

সংক্ষেপে বলা যায়:

“সেকুলারিজম” এমন এক চিন্তার ফাঁদ, যা মুসলমানকে ধীরে ধীরে এমন জায়গায় নিয়ে যায় —

যেখানে আল্লাহর হুকুমের বদলে মানুষের মতামতই জীবন পরিচালনার মূলনীতি হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলারদের পদক্ষেপ:

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন (ইসলাম) বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলারবাদীরা (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা) নানা ধরনের কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে সেগুলোর প্রধান দিকগুলো বিশদভাবে তুলে ধরা হলো—

১. চিন্তা ও বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি:

সেকুলাররা প্রথমেই মুসলমানদের চিন্তা ও বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

তারা এমন ধারণা প্রচার করে—

“ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়”,

“রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্ম থেকে আলাদা হওয়া উচিত”,

“ইসলাম কেবল মসজিদের জন্য”।

০ এর মাধ্যমে তারা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেয়।

২.. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মহীনতা প্রবর্তন:

তারা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞানকে সরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন, বস্তুবাদ ও মানবতাবাদকে মূলধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে প্রজন্ম তৈরি হয় যারা ইসলামকে শুধু ইতিহাস বা রীতি হিসেবে জানে, কিন্তু জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানে না।

৩. সংস্কৃতির মাধ্যমে মানসিক দাসত্ব

সেকুলারবাদীরা মিডিয়া, চলচ্চিত্র, গান, নাটক, ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোজগতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেয়।

অশ্লীলতা ও ভোগবাদকে “স্বাধীনতা” হিসেবে প্রচার করা,

ইসলামী পোশাক বা আচরণকে “পিছিয়ে পড়া” হিসেবে দেখানো, এগুলো মুসলমানদের আত্মপরিচয়ে দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

৪.. ইসলামী নেতৃত্ব ও শরীয়াহ বিরোধী প্রচারণা:

তারা নিয়মিতভাবে ইসলামী শরীয়াহকে “সন্ত্রাস”, “কঠোরতা” বা “অসভ্যতা” হিসেবে তুলে ধরে।

ইসলামী নেতাদের বা আলেমদেরকে “অগ্রগতি-বিরোধী” বলে অপমান করে, যাতে সাধারণ মানুষ ইসলামী নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারায়।

৫. রাজনীতি থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করা:

সেকুলারবাদীরা বলে— “রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই”।

ফলে মুসলিম দেশগুলোতে আইন, বিচার, শিক্ষা, অর্থনীতি—সব কিছুই মানুষের বানানো আইনে চলে, কুরআনের নির্দেশে নয়।

এভাবে ইসলামকে ব্যক্তিগত পূজার ঘরে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়।

৬. ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ার ব্যবহার:

তারা শিক্ষিত শ্রেণি ও মিডিয়াকে ব্যবহার করে এমন চিন্তাধারা ছড়ায় যা “আধুনিক”, “উন্নত” নামের আড়ালে ইসলামী চেতনা নিস্তেজ করে।

এরা বলে— ইসলাম মানে শুধু “নৈতিকতা”, রাজনীতি বা অর্থনীতি নয়!

৭. আন্তর্জাতিক প্রভাব ও অর্থায়ন:

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পশ্চিমা রাষ্ট্র মুসলিম সমাজে

“সেকুলার চিন্তা”, “নারীবাদ”, “মানবাধিকার” ইত্যাদি নামে

ধর্মহীন কার্যক্রমে অর্থ ও সহযোগিতা দেয়।

লক্ষ্য— ইসলামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা।

❏ কুরআনের দৃষ্টিতে সতর্কতা

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

তারা চায় তোমরাও যেন তাদের মতো কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা ও

”তারা সমান হয়ে যাও।

সূরা আন-নিসা: ৮৯ —

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি“
”তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।

সূরা আল-বাকারাহ: ১২০ —

সেকুলারবাদ মুসলিম সমাজে দীনকে ভেতর থেকে দুর্বল করার এক চতুর
ফাঁদ।

ইসলাম কেন সেকুলারিজমকে প্রত্যাখ্যান করে?

ইসলাম সেকুলারিজমকে (ধর্মনিরপেক্ষতাকে) প্রত্যাখ্যান করে মূলত এর
মৌলিক দর্শন ও আদর্শ ইসলামি আকিদার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক হওয়ার
কারণে। নিচে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

১.. সেকুলারিজমের মূল ধারণা

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন একটি মতবাদ, যেখানে ধর্মকে
ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা, আইন,
অর্থনীতি ইত্যাদি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ, সেকুলারিজমের মূল কথা — “জীবনের পাবলিক ক্ষেত্রগুলোতে ধর্মের
কোনো ভূমিকা থাকবে না।”

২. ইসলামের মৌলিক নীতি

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা (Deen) — যা শুধু ইবাদত বা ধর্মীয়
আচারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আকিদা, ইবাদত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ,
ন্যায়বিচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি — সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন, আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু—সবই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।”

— [সূরা আল-আন'আম ৬:১৬২]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে — জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে।

৩. সেকুলারিজম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে
ইসলাম বলে—সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর, তিনিই আইনদাতা ও বিধানদাতা।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর।”

— [সূরা ইউসুফ ১২:৪০]

কিন্তু সেকুলারিজম বলে—বিধান মানুষ দেবে, আল্লাহ বা ধর্ম নয়।

অতএব, এটি সরাসরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে ‘বিধানদাতা’ বানায় — যা ইসলামে শিরকের সমতুল্য।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বৈত জীবন অবৈধ

ইসলাম জীবনকে দুই ভাগে—“ধর্মীয়” ও “সামাজিক”—ভাগ করে না।

যেমন, নামাজে আল্লাহর আদেশ মানা কিন্তু রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে মানবনির্মিত আইন মানা—এটা মুনাফিকানা বা দ্বিচারিতা।

أَفْتُمْنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?”

— [সূরা আল-বাকারা ২:৮৫]

৫. সেকুলারিজম মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

সেকুলার ধারণা মুসলমানদের মনে এই ভাবনা জাগায় যে,

“ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ধর্ম, রাষ্ট্র পরিচালনা বা আইন প্রণয়নের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।”

এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ দীনকে জীবনের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেয়, ফলে সমাজে অবিচার, অন্যায়, নৈতিক পতন ও বিভাজন সৃষ্টি হয়।

৬. ইসলাম চায় দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য

সেকুলারিজম মানুষকে দুনিয়াবাদী বানায়, কিন্তু ইসলাম বলে—

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের সফলতা কামনা করো, আর দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না।”

— [সূরা আল-কাসাস ২৮:৭৭]

অর্থাৎ ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত—দুইয়ের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা, যেখানে ধর্মকে বাদ দেওয়ার কোনো জায়গা নেই।

”

“সেকুলারিজম”এই ফাঁদ থেকে সমাজকে বাঁচাতে মুসলিমদের দায়িত্ব:

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, সমাজ, রাষ্ট্র ও আইনের ওপর থেকে আল্লাহর নির্দেশনা সরিয়ে দিতে চায়। এর ফলে মানুষের জীবনে দ্বীনের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায় এবং আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে মানবনির্মিত নিয়ম চালু হয়। ইসলাম এই চিন্তাধারাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান — যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেয়।

০ ১. ঈমান ও দীন রক্ষার দায়িত্ব:

মুসলমানদের প্রথম দায়িত্ব হলো নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর।"

— (সূরা আত-তাহরীম ৬)

অতএব, যে চিন্তাধারা আল্লাহর হুকুমকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঈমানেরই দাবি।

০ ২. জ্ঞান ও সচেতনতার মাধ্যমে প্রতিরোধ:

সেকুলার চিন্তা প্রায়ই শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাই মুসলিম সমাজকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা, তরুণ প্রজন্মকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক চিন্তাধারায় গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

০ ৩. ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা:

শুধু ব্যক্তিগতভাবে নামাজ-রোযা করলেই দীন পূর্ণ হয় না। ইসলামের পূর্ণতা তখনই আসে যখন সমাজ ও রাষ্ট্রেও আল্লাহর বিধান কার্যকর হয়। এজন্য মুসলমানদের দায়িত্ব ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।

০ ৪. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা:

সেকুলার চিন্তা মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করতে চায়। তাই মুসলিমদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে।

০ ৫. দাওয়াত ও আমল:

প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। কুরআনে বলা হয়েছে,

“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।”

— (সূরা আলে ইমরান ১০৪)

সেকুলারিজম হলো এমন এক মানসিক দাসত্ব যা মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয় ও ঈমান ধ্বংস করে দেয়। তাই সমাজকে এই ফাঁদ থেকে বাঁচাতে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য — নিজের চিন্তা, পরিবার, শিক্ষা ও সমাজে ইসলামী চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালানো।

পরিসমাপ্তি:

সেকুলারিজম এমন এক মতবাদ, যা ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের সীমায় আবদ্ধ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এর ফলে আল্লাহর বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার পরিবর্তে কেবল নামাজ, রোজা ও ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। অথচ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—যেখানে আল্লাহর নির্দেশ অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, পরিবার, সমাজ—সবক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর। তাই সেকুলারিজম আসলে দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার এক সূক্ষ্ম ফাঁদ, যা মুসলিম সমাজকে ধীরে ধীরে আল্লাহর আইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুসলমানদের উচিত এই ফাঁদ চিনে নেওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণের নির্দেশ দেয়, ব্যক্তিগত নয় বরং সামগ্রিকভাবে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

📖 আল-কুরআন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(সূরা আল-বাকারা ২:২০৮)

বাংলা অনুবাদ:

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলাম ধর্মে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”